রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ৭, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২১৮–বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী এবং মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদ গত ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৬ শ্রাবণ ১৪২৪/৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

১৬ শ্রাবণ ১৪২৪
ঢাকা: ----------
৩১ জুলাই ২০১৭

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী এবং মুক্তিযুদ্ধে ৯ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদ গত ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ ১৯৫০ সালে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই জিয়াউদ্দিন আহমেদ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দেন এবং ১৯৭০ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত অবস্থায় একাত্তরের ২০ মার্চ তারিখে তিনি ছুটি নিয়ে লাহোর থেকে দেশে ফিরে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি পিরোজপুর শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন এবং সুন্দরবনে ঘাঁটি স্থাপন করে ১৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। এ সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধীনে সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হয়ে সুন্দরবনেই সদর দফতর স্থাপন করে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করেন।

স্বাধীনতার পর প্রথমে ক্যাপ্টেন ও পরে মেজর পদে তিনি পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত ছিলেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মেজর জিয়াউদ্দিন চাকরিচ্যুত হন এবং তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। বিচারে মেজর জিয়াউদ্দিনকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৪ বছর মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ায় দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মেজর জিয়াউদ্দিন অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি পিরোজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।

চলমান

লেখক হিসাবে জনাব জিয়াউদ্দিন সর্বমহলে সমাদৃত হন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর কিছু স্মৃতি-গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি' ও 'সুন্দরবন সমরে ও সুষমায়' অন্যতম।

বর্ণাঢ্য জীবনে জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি সুন্দরবনে দুবলার চরে জেলেদের আর্থিক নিরাপত্তা, জলদস্যু দমন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণসহ বিভিন্ন সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd